Study Materials from Dr. Chandrani Das, Asst. Prof. of Vocal Music
Dept. of RBU; Mob No. 9432328203
For
BA. 4th Semester, 2020, Course: CCA.1

তালের দশপ্রাণ : যে বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ দ্বারা কোন তালকে চেনা যায় তাকে তালের প্রাণ বলা হয়, তালের দশটি লক্ষণ বা প্রাণ আছে, যথা— কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি এবং প্রস্তার।

① কাল — তাল-মাত্রার স্থিতিকালকে 'কাল' বলা হয় অর্থাৎ তালের এক-একটি মাত্রার স্থায়িত্বকালমাত্র তাকে কাল বলা হয়। সাধারণভাবে বা মার্গতালে ক চ ট ত প এই পাঁচটি অক্ষর উচ্চারণকালের পরিমাণকে এক লঘুমাত্রা এবং দেশীতালের চারটি অক্ষর উচ্চারণকালের পরিমাণকে এক লঘুমাত্রা মনে করা হত। এক লঘুমাত্রার সময় চিহ্ন হয় এক (।) রেখা।

② মার্গ — যে উপায়ে তালকে প্রদর্শন করা হয় তাকে 'মার্গ' বলা হয়। তালের অংশগত বৈশিষ্ট্য সশব্দ ও নিঃশব্দ ক্রিয়ার দ্বারা পরিস্ফুট হয় এবং ইহাদের গতিপ্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই মার্গ নির্ণীত হয়। মার্গ চার প্রকার। যথা—

(ক) ধ্রুবমার্গ — একমাত্রিক পদ – ১'
(খ) চিত্রমার্গ – দ্বিমাত্রিক পদ – ১' ২°
(গ) বার্তিক মার্গ – চতুর্মাত্রিক পদ – ১' ২° ৩° ৪°
(ঘ) দক্ষিণ মার্গ – অষ্টমাত্রিক পদ – ১' ২° ৩° ৪° ৫° ৬° ৭° ৮°

তবে দেশীর তালের মার্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞদের প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রকারগণ বলেছেন, মার্গ ছয় প্রকার — দক্ষিণমার্গ (৮ গুণ বিলম্বিত বা অতি অতি বিলম্বিত), বার্তিক মার্গ (৪ গুণ বিলম্বিত বা অতি বিলম্বিত), চিত্রমার্গ (২ গুণ বিলম্বিত বা বিলম্বিত), চিত্রতর মার্গ (মধ্যলয়), চিত্রতম মার্গ (দ্রুত লয়) এবং অতি চিত্রতম মার্গ (অতি দ্রুতলয়)।

Scanned by CamScanner

তবে বর্তমানকালের শিল্পীগণের কাছে ঐ ৬টি মণ্ডলীর প্রয়োগ দেখা যায়। তাছাড়া মৈতৈদের প্রতীকস্বরূপ গড়-৪, শেষোক্তদের অতি অতিসঞ্চালিত পায়ের ভাগে (যেমন ৪৮-অঙ্গের ব্যবহার) ভঙ্গিমা-বাদকদের 'পুঙের' বাদনের সময় পরিবর্তনশীল দিতে দেখা যায়।

(৩) ক্রিয়া - হস্ত ও অঙ্গুলি সঞ্চালনের দ্বারা তালের উপর যে মাত্রাগুলি প্রদর্শনের রীতিকে ক্রিয়া বলা হয়। ক্রিয়া দুই প্রকারের — সশব্দ ক্রিয়া ও নিঃশব্দ ক্রিয়া।

মার্গতাল বা ভরতমুনিকালের ক্রিয়া মোট আটটি (৮)। সেগুলির মধ্যে চারটি সশব্দ ক্রিয়া এবং চারটি নিঃশব্দ ক্রিয়া। মার্গতালের চারটি সশব্দ ক্রিয়া হল —

(ক) ধ্রুব - তুড়ি বা ছুটিকাশব্দ দ্বারা ক্রিয়া।
(খ) তাল - বাঁ হাতের চেটোর উপর ডান হাতের তালি দেওয়া।
(গ) শম্যা - ডান হাতের চেটোর উপর বাঁ হাতের তালি দেওয়া।
(ঘ) সন্নিপাত - দুই হাত চেটোর সম্মুখে উচ্চশব্দে আঘাত-সাধন।

মার্গতালের চারটি নিঃশব্দ ক্রিয়া হল —

(ক) আবাপ - ডান হাত চিৎভাবে তুলে মুঠো করা
(খ) নিষ্ক্রাম - আবাপ অবস্থায় অঙ্গুলিগুলি ছড়িয়ে দেওয়া।
(গ) বিক্ষেপ - নিষ্ক্রাম অবস্থায় অঙ্গুলিগুলিকে ঝাঁকুনি দেওয়া।
(ঘ) প্রবেশক - বিক্ষেপ অবস্থায় হাতের তালু নীচের দিকে রেখে মুঠো করা।

দেশীতালের ক্রিয়া মোট আটটি (৮)। সেগুলির মধ্যে ১টি সশব্দ ক্রিয়া এবং ৭টি নিঃশব্দ ক্রিয়া।

দেশীতালের সশব্দ ক্রিয়া:-
ধ্রুবক - যে কোন উপায়ে শব্দোৎপাদন।

দেশীতালের নিঃশব্দ ক্রিয়াগুলি হল :

(ক) সর্পিনী – ডানহাতের চেটোকে বাঁদিকে চালানো,
(খ) কৃষ্ণা – ডানদিকে চালানো,
(গ) পদ্মিনী – নীচের দিকে চালানো,
(ঘ) বিসর্জিত = সোজা উপর দিকে নিক্ষেপ করা,
(ঙ) বিক্ষিপ্তা – হাত মুঠো করা,
(চ) পতাকা – চেটো সোজা করে অঙ্গুষ্ঠ ছেড়ে হাত সোজা করা,
(ছ) পতিতা – দুহাত নীচে নামানো,

(৪) অঙ্গ – তালের অঙ্গ বা তালাঙ্গ বলতে তালের প্রত্যেক বিভাগের মাত্রাসংখ্যার পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্নকে বোঝায়, মার্গতালের মোট তিনটি অঙ্গ ছিল, যথা – লঘু (I), গুরু (S) এবং প্লুত (S')

দেশীতালের অঙ্গগুলি হল – অনুদ্রুত (◡), দ্রুত (O), লঘু (I), গুরু (S), প্লুত (S') এবং কাকপদ (+)। তবে বর্তমানে হিন্দুস্থানী তালপদ্ধতিতে তালাঙ্গ ব্যবহৃত হয়না,

(৫) গ্রহ – 'গ্রহ' বলতে তালের শুরু বোঝায়, গ্রহ তিন প্রকারের। যথা – সমগ্রহ, অতীত গ্রহ এবং অনাগত গ্রহ, তালশাস্ত্রে কোন সময় যদি গীতাংশের শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই তাল ও শুরু হয়, তাকে বলা হয় সম-গ্রহ, গীতাংশ শুরুর আগে অর্থাৎ সম-এর একটু আগে থেকেই যদি তাল শুরু হয়, তবে তাকে অনাগত গ্রহ বলা হয়, এবং সমের পরবর্তী কোন মাত্রা থেকে গীত বা বাদ্য শুরু হলে তাকে অতীত-গ্রহ বলা হয়,

(৬) জাতি – জাতি হল তালের অন্যতম প্রাণ, তালের প্রতিটি বিভাগে যে সংখ্যক মাত্রা থাকে তার দ্বারাই–

তালের জাতি নির্ণীত হয়। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের দুই প্রকারের জাতি ব্যবহৃত হত, যথা- চতুরস্র এবং ত্রিস্র।

বর্তমানে জাতি পাঁচটি, যথা -

(ক) ত্র্যস্র জাতি - ত্রিমাত্রিক
(খ) চতুরস্র জাতি - চতুর্মাত্রিক
(গ) মিশ্র জাতি - সপ্তমাত্রিক
(ঘ) খণ্ড জাতি - পঞ্চমমাত্রিক
(ঙ) সংকীর্ণ জাতি - নবম মাত্রিক

(৭) **কলা** - শাস্ত্রকারদের মতে তালের সব মাত্রাকে গুরু (S) অক্ষরযুক্ত নিয়মে বাজিয়ে দেখানোকে 'কলা' বলা হয়। দক্ষিণীদের মতে তালের সব মাত্রাকে লঘু (I) অক্ষরযুক্ত নিয়মে বাজিয়ে দেখানোকে 'কলা' বলা হয়।

(৮) **লয়** - লয় বলতে তালের গতিকে বোঝায়। লয় তিন প্রকার- হয়। যথা - মধ্য, দ্রুত এবং বিলম্বিত।

(৯) **যতি** - তালের লয়ের ক্রমকে 'যতি' বলা হয়, যতি তিন প্রকারের। যথা - সম, স্রোতোবহা বা স্রোতোগতা এবং গোপুচ্ছা। আগাগোড়া তালের একই লয় থাকলে তাকে সম-যতি বলা হয়। তালের লয় দ্রুত - মধ্য - বিলম্বিত হলে তাকে স্রোতোবহা যতি বলা হয়। আবার লয় বিলম্বিত - মধ্য - দ্রুত হলে তাকে গোপুচ্ছা যতি বলা হয়। তবে বর্তমানে খেয়াল বা যন্ত্র বাদনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গোপুচ্ছা যতিই ব্যবহৃত হয়।

(১০) **প্রস্তার** - 'প্রস্তার' কথাটির অর্থ হল বিস্তার বা বিস্তৃতি। প্রস্তারের ফলে মূল ঠেকাটি তালের অলংকরণে উঠে নানা-ভাবে বিস্তার ঘটে। প্রাচীনকালের মেরুপ্রস্তার, খণ্ডমেরুপ্রস্তার, লঘুমেরুপ্রস্তার, দ্রুত মেরুপ্রস্তার ইত্যাদির প্রচলন ছিল। সেগুলি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে ভারতীয় সংগীতের তবলা-বাদনকালে অলংকারের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিস্তারগুলোকে প্রযুক্ত হয়।

Scanned by CamScanner